সীতারাম

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

ছেপেছেন :
নিতাই চন্দ্র ভুক্ত
দি জয়গুরু প্রেস
১৬এ, অবিনাশ ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সীতারাম

পূর্বকালে পূর্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। তখন উহার নাম ছিল ভূষণা। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গভর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গভর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং 'ভূষণা' স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় একশত আশি বৎসর পূর্বে, একদিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতরে, পথের উপর একজন মুসলমান ফকির শুইয়া ছিলেন। এমন সময়ে সেখানে একজন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়িতে মাতা মরেন, অন্তিমকাল উপস্থিত, তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সেকালে মুসলমান-ফকিরের বড় মান্য ছিল। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত। গঙ্গারাম বলিল, "সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না। কোন উত্তরও করিলেন না। গঙ্গারাম জোড়হাত করিল; বলিল, "আল্লা আপনার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ। আমায় একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম জোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িলেন না, কথা কহিলেন না। অগত্যা গঙ্গারাম তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল, বোধ হয় সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ির দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিয়া বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে আপনার বাড়িতে

ডাকিয়া আনিল ; কবিরাজ ঔষধের কথা দুই-চারিবার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম প্রতিবাসী-দিগকে ডাকিয়া মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্নে শ্রী নাম্নী ভগিনী এবং প্রতিবাসীগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে দুইজন পাইক, ঢাল-সড়কি বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বিষন্ন হইল। সভয়ে দেখিল, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ সাহেব! গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর? আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "কাফের! চল্।"

পাইকেরা বলিল, "চল্!"

একজন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর একজন তাহাকে চারটি লাথি মারিল। একজন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর একজন তার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথায় পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজীর কাছে লইয়া গেল!

গঙ্গারাম কাজী সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদী শাহ সাহেব—সাক্ষী এবং বিচারকর্তাও শাহ সাহেব। কাজী মহাশয় তাঁহার আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন এবং আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেল।

যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল "যা হইবার তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। 'তোবা তোবা' বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে দুই-চারিটি দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি

পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজী সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়া মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল। পর দিন গঙ্গারামের জীবন্ত কবর হইবে।

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানেও সংবাদ পৌঁছিল। ভগিনী শুনিল ভাইয়ের কাল জীবন্ত কবর হইবে। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিল, এলোচুল বাঁধিল। গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে গঙ্গারামের অনুজা। সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামীসহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—শ্রী ও শ্রীর মা জানিতেন যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! হে পরমেশ্বর! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও!

এই বলিয়া শ্রী বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মিয়তা ছিল। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি চুপি কি বলিল। পরে দুইজনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্ধকারে গলিঘুঁজি পার হইয়া অনেক হাঁটিল। অবশেষে দুইজনে একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

পাঁচকড়ির মা সেই গৃহের ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিল, "এই একটি দুঃখী অনাথা মেয়ে এসেছে, একে তোমার মুনিবের কাছে লইয়া যাইতে হইবে।"

শ্রী ঘোমটা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "চল মা।"

ভাণ্ডারী শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিয়া গেল।

অবগুণ্ঠনবতী শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। গৃহকর্তা বলিলেন "তুমি কে?" শ্রীবলল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী তুমি কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোমটা খুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রু বর্ষাবারি নিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!" শ্রী বলিল, "আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্য নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন, "এতদিনের পর কেন আসিয়াছ? "নিকটে এসো।"

তখন শ্রী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না— আমার অশৌচ—আজ আমার মা মরিয়াছেন। ভাবী বিপদ।"

সীতা। আর কি বিপদ?

শ্রী। আমার ভাই যায় যায়। কাজী সাহেব তাহার জীবন্ত কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন কারাগারে আছে।

সীতা। সেকি! কি করেছে সে?

তখন শ্রী যাহা-যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায়?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পর আসিয়াছি।

সীতা আমি কি করিব?

শ্রী। তবে কে করিবে? আমি জানি তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজী। দিল্লির বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য?

শ্রী বলিল, "তবে কি কোন উপায় নাই?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে, তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি, কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। তুমি দীনদুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না।

হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে ?

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম—গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোমটা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

সীতারামেব এক গুরুদেব ছিলেন, তসরের নামাবলী পরা মাথাটি যত্নপূর্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে কেবল এক 'রেফ'।

তাঁহাব নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কাব। তিনি সীতারামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই-একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে টোলে ব্যাকরণ-সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা কবিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।

কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি কথা হইল, তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবাব প্রযোজন নাই। ফল এই হইল যে সীতাবাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শহরেব অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতী পারে পাঠাইয়া দিলেন।

এক খুব বড়-ফরদা জায়গায়, শহরের বাহিরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। বন্দী সেখানে আসিবার আগেই জীয়ন্ত মানুষের কবর দেখিতে দলে-দলে লোক আসিতে লাগিল। মাঠ প্রায় পুরিয়া গিয়াছে। জন সমুদ্র—ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি, মারামারি আরম্ভ কবিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই, সেই বৃক্ষের তলে লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তারা প্রায় জনশূন্য, দুই-চারিজন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু ঐ

বৃক্ষতলে অন্য লোক দাঁড়াইতে আসিলে তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় জোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের উপর দাঁড়াইয়া কেবল একজন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্ধ্বমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখমুখ ফুলিয়াছে, বেশভূষা বড় আলুথালু।

যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে, "ঠাকুর! এখন কিছু দেখা যায় না?" পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই স্ত্রীলোক শ্রী. বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার।

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, "কতকগুলো লাল পাগড়ি আসিতেছে, বোধ হয় ফৌজদারি সিপাহী।"

বাস্তবিক দুইশত ফৌজদারি সিপাই সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছে। এই দেখিয়া সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেমন যেমন দেখিতে লাগিলেন, চন্দ্রচূড় সেইরূপ শ্রীকে বলিতে লাগিলেন। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি হইতেছে?"

চন্দ্র। সিপাইরা আসিয়া শ্রেণী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজী আর সেই ফকির।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। দেখিবার সুবিধা আছে। নীচের ডালে উঠিতে পার? শিকড় হ ত হাত দুই উঁচুতে একটি সরল ডাল ছিল। শ্রী সেই ডালের উপরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। এমন সময় চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এদিকে দেখ, এদিকে দেখ। ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে?"

শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর যে আসিতেছে তার যোদ্ধৃবেশ, অথচ নিরস্ত্র। শ্রী চিনিল, অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম।

এদিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল।

সীতারাম কাজী সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক প্রণত-মস্তক শাহ সাহেবকে বিনয়পূর্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজী সাহেব জিজ্ঞাস করিলেন, "এখন এখানে কি মনে করিয়া?"

সীতা। এই গঙ্গারাম—অভদ্র হৌক্ যাই হৌক্, আমার স্বজাতি তাই দুঃখে পড়িয়া হুজুরে হাজির হইয়াছি, জান্ বখশিস্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজী। সেকি! তাও কি হয়?

সীতা। মেহেরবান ও কদরদান সব পারেন।

কাজী। খোদা মালেক, আমা হইতে এ-বিষয়ে কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরিমানা দিব। জান্ বখশিস্!

কাজী সাহেব ফকিরের মুখপানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িলেন। কাজী বলিলেন, "সে সব কিছু হইবে না, কবরমে কাফেরকো ডালো।"

সীতা। দুই হাজার আসরফি জরিমানা দিব। আমি জোড়হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির।

কাজী ফকিরের মুখপানে চাহিলেন, ফকির নিষেধ করিলেন, সে-কথাও উড়িয়া গেল। সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিলেন। তাও না। পাঁচ হাজার—তাও না। আট হাজার, দশ হাজার—তাও না। সীতারামের আর নেই। শেষে সীতারাম জানু পাতিয়া করজোড় করিয়া, অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "আমার আর নাই। তবে আর অন্য যা-কিছু আছে, তাও দিতেছি। আমার তালুকমুলুক, জমিজেরাত, বিষয়-আশয় সর্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও তোমার এমন কে যে উহার জন্য সর্বস্ব দিতেছ?"

সীতা। ও আমার যেই হউক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—

আমি সর্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম।

কাজী। এ ব্যক্তি মুসলমান ফকিরের অপমান করিয়াছে। উহার প্রাণ লইব তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার আর অন্য দণ্ড নাই। তখন সীতারাম জানু পাতিয়া, কাজী সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের প্রাণ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইয়া এর প্রায়শ্চিত্ত হয় না? আমি এই কবরে নামিতেছি—আমাকে মাটি চাপা দিন। আমি হরিনাম করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব—আমার প্রাণ লইয়া এই দুঃখীর প্রাণ দান করুন।

কাজী সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি-চুপি কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাহিতেছে। নিলে সরকারী তহবিলে কিছু সুসার হইবে।

শাহ সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। "আপনি কি বলেন?"

কাজী। আমি পারিব না, সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই। বিশেষ এ ব্যক্তি মান্যগণ্য সচ্চরিত্র, তাহা হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই; মনে জানিত যে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু সাহেবের সঙ্গে কাজী সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া, সে জোড়হাত করিয়া কাজী সাহেবকে বলিল, সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমার প্রাণদান দিবেন, আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিলেন, "হাতকড়ি মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা স্বয়ং চন্দ্রচূড় ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। একজন শুনিয়া বলিল, "পাক্‌ড়ো উস্‌কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাকড়ানো বড় শক্ত কথা! সে কাজ হইল না।

এদিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু

ভয় হইল, পাছে জীয়ন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজী বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজী সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামারের সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারী বেড়ি, হাতকড়ি সব তাহার জিম্মা, সেই-উপলক্ষে সে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর কিছু গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্মকার চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিল।

তখন ফকির বলিলেন, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন।" শুনিয়া কামার বলিল, বেড়িপায়ে থাকিবে কি? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া যায় না। আমি আর বেড়ি যোগাইতে পারিতেছি না। একথা শুনিয়া কাজী সাহেব বেড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ি খোলা হইল।

শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক ওদিক দেখিল। তারপর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন। ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদের উপর দিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল।

লোকারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিল; দেখিল ভারী গোলযোগ। সেই মহতী সেনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান—আর এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢাল সড়কিওয়ালা। হিন্দুরা বাছা বাছা জোয়ান আর সংখ্যায় বেশী। মুসলমানেরা তাহাদের কাছে হটিতেছে। হিন্দুরা 'মার্-মার্' শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিল, হিন্দুদিগেরা মধ্যে মধ্যে কেহ

কেহ বলিতেছে, "জয় চণ্ডীকে! মা চণ্ডী এসেছেন! চণ্ডীর হুকুম, 'মার্-মার্!" গঙ্গারাম ভাবিল, "এ, কি এ?" তখন গঙ্গারাম দেখিল. মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বামহস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইয়া ডাকিতেছেন, "মার্! মার্! শত্রু মার্!" যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছে, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"

গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছিল যে, যথার্থই চণ্ডী অবতীর্ণা—সবিস্ময়ে সভয়ে চিনিল, সে শ্রী।

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুদের রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। অল্পকালমধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিল, একজন ভারী লম্বা জোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিল, পশ্চাৎ আর একজন সড়কিওয়ালা শাহ সাহেবের কাটামুণ্ড সড়কিতে বিঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সময় শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্ছিতপ্রায় হইল। গঙ্গারামও বৃক্ষ হইতে নামিল।

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া সসৈন্যে ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। এই শুনিয়া সেই লোকারণ্য অন্তর্হিত হইল। প্রান্তর জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম আর মূর্ছিতা ভূতলস্থা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন "তুমি যে আমার ঘোড়া লইয়া পলাইয়াছিলে, তাহার উপর আর একবার চড়িয়া পলায়ন কর।"

গঙ্গা। আপনাদের ছাড়িয়া?

সীতা। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না। তুমি বড় নদী পার হইয়া শ্যামপুরে যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন।

গঙ্গারাম সীতারামের ভ্রূকুটি দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল ; এবং সীতারাম ধমক-চমক করায় ভীত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বের সন্ধানে গেল। চন্দ্রচূড় ঠাকুরও তাহার অনুবর্তী হইলেন। শ্রী এদিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথায় ঘোমটা দিল। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে ?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায় ?

সীতা। কেন, তোমার মার বাড়ি ?

শ্রী। সেখানে কে আছে ? সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে ?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর ?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এইখানে থাকিবে ? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও যাইবে। তুমি সেইখানে যাও। পরে যেখানে তোমার অভিলাষ, সেইখানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব ?

সীতারাম বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী উঠিয়া বসিল। স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া বলিল, "এতদিন পরে এ-কথা কেন ?"

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে ? তোমার আরও দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি আগের সহধর্মিণী—আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনা অপরাধে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছি। সে পরিচয় আজ না পাইলে এখান

হইতে যাইব না।

সীতা বলিল, কিন্তু একটি কথা আমাদের কাছে আগে স্বীকার কর—কথাগুলি শুনিয়া আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না।

শ্রী। কি কথা না শুনিয়া আগে স্বীকার করি কি প্রকারে?

সীতা। দেখ, বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। এখনও তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিব। আর মুহূর্ত বিলম্ব করিলে, উভয়ে নষ্ট হইবে।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

সীতারাম নির্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পৌঁছিলেন। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নদীসৈকতে বসিয়া শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন; শ্রী বসিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেও ভাল হইত। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিযাছিলেন, তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা এ বিবাহে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুন্দরী বলিয়া আমার মা বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পরেই বাড়িতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতা ঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন। দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেদিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিশাংশগত হইযাছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে আপনার প্রিযজনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের 'প্রিয়' বলিতে স্বামীই বুঝায়। তাই তুমি পরিত্যাজ্যা হইয়াছ।

শ্রী দাঁড়াইল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া

বসাইলেন, বলিলেন, যখন পিতা বর্তমান ছিলেন—তিনি যা করাইতেন তাই হইত। বিনাপবাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম, শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম, কিন্তু—"

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া বলিল "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে এত দয়া করিয়াছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ, ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকানো আমার উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

ই বলিয়া শ্রী চলিয়া গেল। সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—দেখা হই নাই—শ্রী তখন বড় বালিকা। তারপর সীতারাম ক্রমশ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার ব্রাহ্মণের সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রী ভাসিয়া গেল আর শ্রীর কোন খবর নাই।

একদিন যে সেদিন রাত্রিতে সীতারাম যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, যাহা কর্তব্য করিবেন, কিন্তু এখন কৈ শ্রী?

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। সীতারাম যেদিকে শ্রী অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেইদিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না! তখন শ্রীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, সে উত্তর দিল। আবার অন্যদিকে প্রতিধ্বনিত হয় আবার সীতারাম সেইদিকে ছুটেন—কই শ্রী কোথাও নাই। রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই, যাকে ডাকি তাকে ত পাই না। যা খুঁজি তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি। সময়ে খুঁজিলে হয়ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, চক্ষু গিয়াছে, পৃথিবী বড়

অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না। এই নিশা-প্রভাতকালে শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী সীতারামের হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দিনী অঙ্গুলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন ?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরই গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায় ? গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি !" সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে ! সে এখানে আসে নাই ?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তুমি এইক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। আমি এখানেই আছি, তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সেজন্য টাকাকড়ি যাহা আবশ্যক হয় আমি দিতেছি।

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্বক এক সপ্তাহ সন্ধান করিয়া কোন সন্ধান পাইল না। ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদন করিল।

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুরে সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূষণায় যে হাঙ্গামাহইয়াছিল, সে সীতারামের কার্য, ফকিরের প্রাণবধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে,সীতারাম ভীত হইয়া কিছুকালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। যাহারা সেদিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাঁহারা ফৌজদার কর্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় সীতারামের আশ্রয়ে ঘরদ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা অনুচরবর্গ এবং খাতক যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগর-নির্মাণে মনোযোগ দিলেন। প্রজাগণ হিন্দু-রাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নগর নির্মাণ ও রাজ্যরক্ষায় সহায়তা করিল।

সীতারামের এবং প্রজাবর্গের কর্মঠতায় হিন্দু-রাজাস্থাপনের কার্য অল্পদিনেই সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না; কেননা মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। যখন তিনি দিল্লী-শ্বরকেই সম্রাট স্বীকার করিয়া জমিদারীর খাজনা পূর্বমত রাজকোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন এবং নূতন নগরীর নাম 'মহম্মদপুর' রাখিয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার কোন কারণই রহিল না।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ, সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও মহম্মদপুরের চারিপার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইলেন।

এই সকল কার্যে সীতারাম তিনজন সহায়ক পাইয়াছিলেন। তাঁহারা চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, মৃন্ময় ও গঙ্গারাম। এই সময়ে চাঁদ শাহ নামে একজন মুসলমান ফকিরের সঙ্গে সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাঁহারই পরামর্শমতে নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য রাজধানীর নাম রাখিলেন 'মহম্মদপুর'।

সীতারামের যেমন তিনজন সহায় ছিল, তেমনি এই মহৎ কার্যে একজন শত্রু ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা। রমা জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমল-প্রকৃতির। বিবাদে রমার বড় ভয়! সীতারামের সাহসকে ও শৌর্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তাহার উপর আবার ভীষণ স্বপ্ন দেখিল যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহাকে ও সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য

মুসলমানের বিশালশ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল।—সে ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিত, "যে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্বিঘ্নে দিনাতিপাত করি।"

রমার বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল।

"এই ত বৈতরণী। পার হলেই নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়। খর প্রবাহিনী বৈতরণী-সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল।

"এ সে বৈতরণী নহে যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী--আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও,—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী। শ্রী বলিল, "ওমা' সেই সন্ন্যাসিনী! তা মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ-পারে না ও-পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল। বলিল, "কেন মা এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ-পারে কি যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

সন্ন্যাসিনী। না মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই খেয়াবীর খেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই।

শ্রী। তা মা, বোঝাটা এ-পারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই।

সন্ন্যাসিনী। এত তাড়াতাড়ি কেন? এখনত তোমার সকালবেলা।

শ্রী। বেলা হলে বাতাস উঠিবে।

সন্ন্যাসিনী। তুফানের ভয় কর মা! তোমার কি পাকা মাঝি নাই?

শ্রী। আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না, আবও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যা। আমিও তাঁহাকে খুঁজিতেছি। চল না দু'জনে একত্রে যাই।

শ্রী। জিজ্ঞাসা কবিল, "তুমি দিনপাত কব কিসে?"

সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষায।

শ্রী। আমি তাহা পাবিব না।

সন্ন্যা। না, আমি তোমাব হইয়া ভিক্ষা কবিব।

শ্রী। বাছা, তোমাব এই বয়স—এই রূপেব বাশি,—

শ্রীব কথাব উত্তবে সন্নাসিনী বলিল, "ধম আমাদেব বক্ষা কবেন।"

শ্রী। কিন্তু তুমিই বা লোকের কাছে আমাব কি পরিচয দিবে?

সন্ন্যা। তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কব না?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখিলেই কি সাজ হইবে?

সন্ন্যা। না, গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি এই ঝুলিতে আছে। সব দিব।

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্তত কবিয়া সম্মত হইল। তখন সেই রূপসী সন্নাসিনা শ্রীকে আব এক রূপসা সন্ন্যাসিনী সাজাইল।

পবদিন প্রাতে উঠিযা শ্রী ও সন্ন্যাসিনী বিভূতিরুদ্রাক্ষাদি শোভিতা হইয়া পুনবপি শ্রীক্ষেত্রেরপথ আলো কবিযা চলিল। সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কখনও ঘবে ফিবিযা যাইবাব তোমাব ইচ্ছা আছে কি?"

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান?

সন্ন্যা। না। হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কবিযা সে বিষয স্থির করিতাম।

সন্ন্যা। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকেব কাছে লইযা যাইতে পাবি যে, যিনি এ-বিদ্যায় অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায তিনি?

সন্ন্যা। ললিতগিবিতে হাস্তগুম্ফায় এক যোগী বাস কবেন।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায়?

সন্ন্যা। আমবা চেষ্টা করিলে আজই সেখানে পৌছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

তখন দুইজনে দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল।

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপাতীরে গিরির শরীর মধ্য হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। তাহার ভিতবে পরমযোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

সন্ন্যাসিনী শ্রীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব তাহারা সে গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিল।

প্রত্যুষে ধ্যানভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর স্বামী প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাই-বার জন্য আসিয়াছে; উহার প্রতি আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল।

স্বামী চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "গুহার বাহিরে আইস, হাত দেখিব।"

তখন শ্রীর বামহস্তের রেখাসকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী!"

শ্রী। শুনিয়াছি, স্বামী রাজা হইয়াছেন। ও আমি দেখি নাই।

স্বামী। তুমি দেখিবে না। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী স্বামীকে বলিল, "আর দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী-উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন "তিষ্ঠ তোমাব অদৃষ্টে এক পবমপুণ্য আছে। তাহাব সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামীসন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন বলিতে পারিতেছি না। আগামী বৎসর তুমি আমার নিকটে আসিও। সময় নির্দেশ করিয়া বলিব।

স্বামী পুনঃ ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

আবার সেই যুগল সন্ন্যাসিনী-মূর্তি পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধীরে যা গো বহিন্। একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি?"

স্নেহ সম্বোধনে শ্রীর একটু প্রাণ জুড়াইল। দুইদিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আবস্ত করিয়াছিল। সন্ন্যাসিনীও বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে, সেও ভালবাসিতে আরম্ভ কবিয়াছে। শ্রী ধীরে ধীবে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিল, "আর মা-বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমবা দুইজনে ভগিনী। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিব?"

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

সন্ন্যা। আমার নাম জয়ন্তী। নাম ধরিয়াই ডাকিও; এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা কবি স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে, তাহা ভাবিয়াছ?

শ্রী। না, ভাবি নাই। কিন্তু এতদিন ত কাটিয়া গেল।

সন্ন্যা। কিরূপে কাটিল?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তীর্থে তীর্থে, নগরে নগরে, তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে চিনে না বলিয়া এই শঙ্কায় গঙ্গারাম-কেও কিছুদিনের জন্য রাজকার্য হইতে অপসৃত করিয়া এই কার্যে নিযুক্ত করিযাছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্যটন করিয়া শেষে নিস্ফল হইযা ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সীতারাম এইরূপ বহু সন্ধান করিয়াও শ্রীকে না পাইয়া, শেষে স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্য স্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই, কেননা দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে সনদ দেন নাই। তাঁব সনদ পাইবা অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।

এদিকে মুর্শিদ কুলি খাঁ শুনিলেন, কেবল সীতারামের জমিদারিতে হিন্দুদের বড় প্রশ্রয়। তখন তোরাব খাঁ প্রতি আদেশ পাঠাইলেন— "সীতারামকে বিনাশ কর।"

অতএব ভূষণায় সীতারামকে ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

তোরাব খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন। গোপনে সীতারামের উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম এবং চতুর চন্দ্রচূড় সমুদয়ই জানিতেন। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণায় ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানীসহ ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা সিপাই সংগ্রহ হইতেছে ইহাও চন্দ্রচূড় জানিতেন।

সীতারাম কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে সীতারাম রাজ্যরক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃন্ময়কে, নগর রক্ষার ভার গঙ্গারামকে এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কান্নাকাটির ভয়ে রমাকে বলিয়া গেলেন না।

কান্নাকাটি থামিলে রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। এ-সময়ে সীতারাম

দিল্লী গিযাছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ-সময়ে মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, সীতারাম বাঁচিযা গেলেন। অতএব রমার ভয দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসে যায় না। সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিযাই রমা ক্ষান্ত হইত, এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইযাছে।

রমা আগে সীতারামের কথা তারপর আপনার, তারপর ছেলের কথা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? আমি যদি মরি, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করবে?

অকস্মাৎ রমার মাথায যেন বজ্রাঘাত হইল। মুসলমানেরা ছেলেকে কি রাখিবে?

সর্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন? রমা এ কথা কারে জিজ্ঞাসা করে? যেন সর্বনাশ উপস্থিত মনে করিযা বিছানায আসিযা শুইযা পডিযা, ছেলে কোলে লইযা কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে তোরাব খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম দিল্লী যাত্রা করিযাছেন। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সংবাদও মহম্মদপুরে পৌছিল, গৃহস্থেরা যে যেখানে পারিল পালাইতে লাগিল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম চন্দ্রচূডের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিল, বলিল, ' এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? শহর ত ভাঙিযা যায।"

চন্দ্রচূড বলিলেন, 'স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ যে পালায পালাক, নিষেধ করিও না তোরাব খাঁ আসিযা যদি গড ঘেরাও করে, তবে যত খাইবার লোক কম থাকে ততই ভাল। তাহলে দুই মাস, ছযমাস, চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিযাছে তাদের একজনও যাইতে দিবে না। যে যাইবে তাহাকেই গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র-শস্ত্র এবং খাইবার সামগ্রী শহরের বাইরে লইয়া যাইতে দিবে না।

সেনাপতি মৃন্ময রায আসিয়া চন্দ্রচূড ঠাকুরকে বলিলেন, "এখানে

পড়িয়া মার খাইব কেন ? যদি তোরাব খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন ?”

চন্দ্রচূড় বলিলেন, “এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িব ? যদি অর্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না, কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ-পারে কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয় ? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ-পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।”

চন্দ্রচূড় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই সংবাদ পাইবেন, কখন কোন পথে তোরাব খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে, তখন ব্যবস্থা করিবেন। এদিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌছিল যে তোরাব খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুটিতে আসিতেছে। বহির্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সংবাদটি কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। তখন অন্তঃপুরমধ্যে কান্নাকাটির ভারি ধুম পড়িয়া গেল। নন্দার কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে বুঝাইবে ? রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত থাকিতে লইল। নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এদিকে পৌর-স্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—“মা !—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লও।

নন্দা বলিলেন, “ভয় কি মা ; পুরুষরা যখন বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন ? তাঁদের কি প্রাণের দরদ নাই—না আমাদের প্রতি দরদ নাই ?”

এই সকল কথার পর রমা উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

গঙ্গারাম নগররক্ষক। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রিতে সে নগরের অবস্থা জানিবার জন্য পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ক্লান্ত হইয়া

গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায় গঙ্গারাম যখন গৃহাভিমুখী হইতেছিল এমন সময় কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একজন স্ত্রীলোক। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" স্ত্রীলোক বলিল, "আমি যেই হই, তাতে আপনার কোন প্রয়োজন নাই, আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব সেইখানে এখনই যাইতে পারিবেন?"

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আপনাকে বলিব না। আমার সঙ্গে যাইতে সাহস হয় কি?

গঙ্গা। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি কবিতে হইব?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা। আপনি আসিতে সাহস না করেন আসিবেন না। যদি এই সাহসই না থাকে, তবে মুসলমানের হাতহইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি যেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা, নহিলে যাইতে পাবিবেন না?

কাজেই মুরলার সঙ্গে কিছুদূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিল, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা "এ যে রাজবাড়ি যাইতেছি! অন্তঃপুরেযাইতে হইবে নাকি?"

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা। না—এ আমার প্রভুব অন্তঃপুব। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব। পরিচয় দিবারও প্রযোজন নাই, আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। গঙ্গারামকে দেখিয়া বলিল, "এ কৌন?" মুরলা বলিল,এ আমার ভাই।" প্রহরী আর কিছু বলিল না।

মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্বিঘ্নে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতলায় উঠিল। সে একটি কুঠরি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম কুঠরির ভিতর প্রবেশ করিল। মহামূল্য দ্রব্যাদিতে

সুসজ্জিত গৃহ, রজত-পালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক—সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে ঘরে আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিল, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা ব্যতিরেকে আর কেহ নয়।

রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমার সৌন্দর্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল এজন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি কনিষ্ঠা মহিষী—অতএব জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন?"

রমা গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন, জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইযাছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। যখন আজ্ঞা করিবেন, তখন আসিতে পারি, আপনিই কর্ত্রী।

রমা। দাদা! আমি বড় ভীত হইযাছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সেই কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল, "কি হইযাছে? কি করিতে হইবে?

রমা। তুমি কি জান না যে মুসলমান মহম্মদপুর লুটিতে আসিতেছে- আমাদের সব খুন করিয়া শহর পোড়াইযা দিয়া চলিয়া যাইবে।"

গঙ্গা। মুসলমান আসিয়া শহর পোড়াইযা দিয়া যাইবে, তবে আমরা কি জন্য? আমরা তবে আপনার অন্ন খাই কেন?

রমা। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হইবে?।

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানদের হাতে শহর সঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় কান দিলেন না —তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিযাছি। তা কি হয না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। আমার গহনা-পাতি, টাকা-কড়ি যা আছে, সব নাও। তুমি মুসলমানদের কাছে বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য নগর সব ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকেও প্রাণে মারিবে না; তুমি তাহাদের গোপনে

এনে কেল্লায় তাহাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণী, আমি প্রাণে মরিলেও এ-কাজ আমা হইতে কখনো হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার ছেলের দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম বলিল "চুপ করুন। আপনার ছেলের উপায় আমি করিব।"

রমা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া রমা গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা তাহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

এদিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব খাঁর কাছে এই কথা বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন যে, "আমরা এ রাজ্য মায় কেল্লা শোলেখান আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি?"

চন্দ্রচূড় মৃন্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জানাইলেন। মৃন্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "কি! এত বড় কথা? চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! দরদস্তুর করিতে করিতে ততদিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন! গঙ্গারামের কি মনে হইল, বলিতে পারি না। সে কিছুই বলিল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর, কি সুন্দর! সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল।

রাত্রি প্রহরেকের সময় মুরলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

গঙ্গা। খবর ভাল। রাজ্যরক্ষা হইবে।

মুরলা। তবে আমি এই কথা মহারাণীকে বলিগে?

গঙ্গা। বলগে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া রাজ্ঞীসমীপে সংবাদ নিবেদন করিল।

এদিকে তোরাব খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প-স্বল্প টাকায় হয়, তবে টাকা দিতে রাজী আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন, "কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, "কত টাকা চাও?"

চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন। তোরাব খাঁ একটা নরম দব পাঠাইলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিযা পাঠাইল। মুসলমান কবে আসিবে —যদি হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। গঙ্গারাম সাহস দিল না বরং ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে। রমাকে প্রাণেব কথা বলে, গঙ্গারামেব সে সাহস হয় না—সরলা রমা, তার মনের কথা বুঝিতে পারে না।

ভয় দেখাইয়া গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ি যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম 'আজকালি নহে' বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল, আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশবার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছু দোষ হইত না। রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র।

কিন্তু গঙ্গাবামের মনের সে অবস্থা নহে। গঙ্গারাম পাপিষ্ঠ। সে ভাবিল 'পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, আমি করিব, তবু রমাকে ছাড়িব না।" গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্বনাশের চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেক দিন পরে শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছেন। তাই দুইজনে আসিয়া উপস্থিত। মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তোমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।"

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে। এক্ষণে চল, তোমার স্বামীর হউক কি যাহারই হউক, শুভসাধন করিতে হইবে।

এই কথোপকথনের সময় জয়ন্তীর হাতে দুইটা ত্রিশূল ছিল।

শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিশূল কেন ?"

"মহাপুরুষ আমাদিগকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি ত্রিশূল দিয়াছেন। বোধহয়, ত্রিশূল মন্ত্রপূত।"

তখন দুইজনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিল।

বন্দে আলি নামে ভূষণায় একজন মুসলমান গঙ্গারামের অনুগ্রহে সীতারামের নাগরিক সৈন্যমধ্যে সিপাহী হইয়াছিল।

গঙ্গারাম তাহাকে বড় বিশ্বাস করিত। তাহাকে তোরাব খাঁর নিকট বলিয়া পাঠাইল."চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন—টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনার বাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কালহরণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। ফৌজদার সাহেবের সহিত স্বয়ং দেখা করিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আসামী—প্রাণভয়ে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

বন্দেআলির ভগিনী তোরাব খাঁর একজন বেগম। সুতরাং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ বন্দেআলির পক্ষে সহজ হইল। কথাবার্তা ঠিক হইল। গঙ্গারাম অভয় পাইল। তোরাব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন ঃ

"তোমার কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণা হইতে ফিরিল। নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদশাহ ফকির ও পার হইতেছিল। ফকির বন্দেআলির সঙ্গে কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইল, ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্খী

সে মনে মনে স্থির কবিল "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিল এবং ঠিক হইল যে ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে সে দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে বলে. ফৌজদার বলিলেন মৃন্ময়ের তাঁবুতে অনেক সিপাহী আছে পথিমধ্যে নদী পারের সময় যুদ্ধে যদি আমাদের জয় হয় তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও দুর্গ অধিকার করিতে পারিব। যদি পরাজয় হয় তার কি পরামর্শ করিয়াছ?

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুটি পথ আছে। দক্ষিণ-পথে দূরে নদী পার হইতে হয়। উত্তর-পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। অতএব সে-ও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ-পথে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মৃন্ময় শুনিতে পায় যে, আমরা উত্তর-পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি।

গঙ্গারাম। আপনি অর্ধেক সৈন্য দক্ষিণ-পথে অর্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন. "উত্তম। তুমি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্খী বটে। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত?"

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিল। বলা বাহুল্য, সে পুরস্কার রমা।

সেই রাত্রিতেই গঙ্গারাম মহম্মদপুরে ফিরিয়া আসিল। গঙ্গারাম জানিত না, চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্তী হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর, গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃন্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন যে মৃন্ময় সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতে দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবন-সেনা নদী পার হইতে না পারে।

এদিকে রণসজ্জার ধুম পড়িয়া গেল। মৃন্ময় পূর্ব হইতেই প্রস্তুত

ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রিতেই দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিলেন। গড়রক্ষার্থে অল্প মাত্র সিপাহী গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রাখিয়া গেলেন।

এই সকল গোলমালের সংবাদ রমার কানে পৌঁছিল। মুরলা বলিল, 'মহারাণী, এখন বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

রমা বলিল, "মরিতে হয় এইখানে মরিব। তুমি একবারগঙ্গারামের কাছে যাও। আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, স্মরণ করাইয়া দিও। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মনস্থির করিবার জন্য নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরীমধ্যে কেহই সে-রাত্রিতে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল। রমার প্রেরিত সংবাদ তাহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল, "বলেন ত এখন গিয়া ছেলে নিয়া আসি।"

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উঠিতে না-উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল। দেখিল সম্মুখে রাজপথে ত্রিশূলধারিণী যুগল-ভৈরবী মূর্তি।

মুরলা তাহাদিগকে শঙ্করীর অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

একজন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল, "আমি ছোট রাণীর দাসী মুরলা।"

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এত রাত্রিতে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মু। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস?

মু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মু। যে আজ্ঞা।

তখন মুরলাকে মন্দির মধ্যে লইয়া গেল।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে রাত্রিতে নিদ্রা নাই। নগর পরিভ্রমণ করিযা দেখিযাছেন যে, নগর বক্ষার কোন উদ্যোগ নাই। গঙ্গারামকে বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কডা কথা বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি সর্ববক্ষাকর্তা বিপত্তাবণ মধুস্দনকে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে চাঁদশাহ ফকিব গঙ্গারামেব ভূষণাগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড শিহরিয়া উঠিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন যে, নগব-বক্ষাব ভার অন্য লোককে দিবেন, কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামেব বাধ্য। অতএব সে সকল সফল হইবে না। মৃন্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, সিপাহীবা মৃন্ময়ের আজ্ঞাবাহী। মৃন্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি সর্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈববীকে দেখিলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীব রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

চন্দ্র। মা! রাজা নগবরক্ষকের উপর নগবরক্ষার ভাব দিয়াছিলেন নগবরক্ষক নগর রক্ষা কবিতেছে না। সৈন্য আমার বশ নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

ভৈরবী। নগররক্ষকের অবিশ্বাসিতা আপনি শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। সে তোরাব খাঁ। আমার দুর্বুদ্ধিশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই। মা! আপনি এই নগরীর রাজলক্ষ্মী। আপনি অপরিম্লান তেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুবী রক্ষা করুন। এই বলিয়া চন্দ্রচূড় ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"আমিই এই পুরী রক্ষা করিব।" —চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল। শ্রীবাহিরে ছিল। তাহাকে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

দ্বারদেশে ভৈরবী-মূর্তি দেখিয়া গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায়

প্রণত হইয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মা! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

গঙ্গারাম বলিল, "মা, আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ি গোলা-বারুদ ও একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ভাবিল—"কে এ?" জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনি এ সকল কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ! গঙ্গারামের সন্দেহ হইল। এ যদি দেবী হইবে, তবে গোলাগুলি ইহার প্রয়োজন কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে গোলাগুলি দিব কেন? কাহার চর, তা কি জানি। এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যেই হই, তোমার ভূষণাগমন ও সকল সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।

এই বলিয়া উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন, দিতেছি"—বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা-যাহা চাহিল, সকলই দিল এবং পিয়ারীলাল নামে একজন গোলন্দাজকেও সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিল। যেন তাহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে-আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলাবারুদ লইযা গড়ের যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট, সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক সুন্দরকান্তি পুরুষ তথায় বসিয়া আছেন।

দুইজন ভৈরবীর মধ্যে একজন ভৈরবী বারুদ, গোলা ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছুদূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর একজন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই না, তুমি কে?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া দিতেছি এই পুরী রক্ষা কর।"

সেই পুরুষ বিস্মিত হইল। দেবতা ভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তাতেই বা কি।"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও?

পুরুষ। যা চাই পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

বলিযাছি, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদের উচ্চ চূড়ে উঠিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে; কিন্তু বুঝা গেল না ওরা কারা. তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন. "ওপারে অত নৌকা কেন?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি।"

চন্দ্র। দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন?

গঙ্গারাম। বলিতে পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। বুঝা গেল, ঐ সকল লোক সৈনিক। চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন "গঙ্গারাম। সর্বনাশ হইয়াছে। আমরা দক্ষিণ-পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। এখন রক্ষা করে কে?"

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না, ওপারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহা অসংখ্য নয়। আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্বিঘ্নে পার হউক।

তারপর সে সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবে, মুক্তদ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে, সে কোন আপত্তি করিবে না। কাল যে ভৈরবী-মূর্তিটা দেখিয়াছিল, সেটা কি বিভীষিকা?

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন, "শীঘ্র, সেনা লইয়া বাহির হও। নৌকাসকল সিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।"

গঙ্গারাম ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ-ছয়শত মুসলমানসিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। সিপাহী সকল সাজিতেছে,—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়! হায়! কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম? কৈ, সেই জ্যোতির্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কৈ? তিনিও কি ছলনা করিলেন?" চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে সৌধ হইতে অবতরণ করিবে, এমন সময়ে 'গুড়ুম' করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ হইতেছে না। চন্দ্রচূড় দেখিলেন যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল; আরোহী সিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"তবে কি এ আমাদের তোপ?"

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাড়ির ঘাট, সেইখান হইতে ধূমরাশি আকাশমার্গে উঠিয়া পবন-পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে, কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্যে সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন—কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত! কিন্তু সে কে?

চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দিক শব্দিত করিল—আবার মুসলমান সিপাহীপরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য! ধন্য!" নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী। জয় কালী! জয়পুর রাজলক্ষ্মী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন যে, মুসলমান সৈন্যরা হটিয়া—তীর লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, এ লৌহবৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবাব দশদিক কাঁপিয়া উঠিল—ধূমের চক্রে চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল।

তখন একদিকে এক কামান— আর একদিকে শত-শত মুসলমান-সেনার তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কান পাতা যায় না। উপর্যুপরি গম্ভীর তীব্র ভীষণ মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রহস্ত-পরিত্যক্ত বজ্রেব মত সেই কামান ডাকিতে লাগিল। চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তাপ তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ দূরসমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পাইলেন. এখনও হিন্দুধর্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধোঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। তখন চন্দ্রচূড় সেই জলময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ছিন্ন নিমগ্ন নৌকাসকল স্রোতে উলটি পালটি ভাসিয়া চলিয়াছে। কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—কাহারও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে কযখানা নৌকা ডোবে নাই, সে কয়খানায় নাবিকেবা সিপাহী লইয়া অপবপারে পলায়ন করিয়াছে। মুসলমান-সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাতজোড় করিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নাই।

তখন চন্দ্রচূড় প্রাসাদ শিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

কামানের হুড়মুড়্ হুড়মুড়্ শব্দ শুনিয়া গঙ্গারাম ভাবিল, এ আবার

কি! লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয়ত! তিনি কি দেবতা? গঙ্গারাম দুর্গের দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত চারিজনকে আদেশ করিল, "যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে সেইখানে যাও! যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন "

সেই চারিজন সেপাই আসিয়া তাহাকে বলিল, "চল্ কোতয়ালেব কাছে যাইতে হইবে।"

"আচ্ছা, যাই। আগে মুসলমানেবা বিদায় হোক। যতক্ষণ ওদেব মধ্যে একজনকে ওপারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ উঠিব না। দেখ্ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ওকে চিনিতে পাবিস কি না?"

সিপাহারা দেখিয়া বলিল, "ওকে ত চিনি, ও আমাদের ~~মোসাহেব~~ পিয়ারীলাল যে—কেমন কবে এখানে এলো?"

"তবে আগে ওকে গড়ের ভিতরে নিয়ে যা—আমি যাচ্ছ।"

তিনি তখন সিপাহীদিগকে বলিলেন, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।' সিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধবিয়া লইয়া চলিল

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে—যেখানে ভীত নাগবিকগণ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ সাবি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেইখানে সিপাহীবা সেই কালিমাখা, বারুদমাখা, পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ ভরিয়া উঠিল, জয় মহাবাজের জয়!" চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকেই আলিঙ্গন করিলেন, চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সমর দেখিয়া আমি জানিয়াছি, আপনি আসিয়াছেন। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গাবামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দিন।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইল।

সীতারাম তখন সিপাহীদিগকে উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া মৃন্ময়ের সংবাদ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রচূড়। "যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সংবাদ বলুন।"

সীতা। কার্যসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশা আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি দিয়া সনদ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফৌজদারের সঙ্গেই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ফৌজদার সুবাদারের অধীন এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজ-দারের সঙ্গে বিরোধ করিলে বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। মৃন্ময়ের সংবাদ না পাইলে কি কর্তব্য কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃন্ময়ের সংবাদ আসিল। পীরবক্স খাঁ নামে ফৌজদার সেনাপতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যদ্ধ হয়। মৃন্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্য পরাজিত ওনিহত হইরা যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃন্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, ভূষণা দখল করুন।"

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। রাজর্ষিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! রাজাকে রাজর্ষি মনে কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তী! শোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি। যদি দেখি আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ-দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব।

অতএব শ্রী রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

ভূষণা অধিকৃত হইল। সীতারাম বাঙ্গালার 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ পূর্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। পতিপ্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের কাছে প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি—এমন সময়ে এ-কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

সীতারাম বুঝিলেন, রমা নিরপবাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না।

সীতারাম ঘোষণা করিলেন যে, আজ-দরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে।

মহাবাজ্ঞী নন্দা দেবী রমাকে ডাকিযা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পাবিবে ? সাহস হইতেছে ত ?

রমা। যদি আমার স্বামীপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব ? বল—ত আমি যাই।

বমা। তুমি কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে ? কাহাকেও যাইতে হইবে না, কেবল একটা কাজ করিও যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে লইয়া গিয়া কেহ আমার নিকটে দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে। একটু কাপড়-চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও।"

বমা। আজ সাজিবার দিন নয়। বিধাতা যদি দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভা যাইব।

নন্দা বুঝিল, ইহাই উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

মহারাজ সীতারাম রায় সভাস্থলে বসিলে নকিব স্তুতিবাদ করিল।

শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম সম্মুখে আনীত হইল।

রাজা গঙ্গারামকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, প্রজা এবং বেতনভোগী। তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তুমি

বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

গঙ্গারাম বিনীত ভাবে বলিল, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ বিচার করিতেছেন—ভরসা করি ধর্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।

রাজা। ধর্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা শুন।

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, চাঁদশাহ ফকির যাহা জানিতেন, সবিস্তারে বলিলেন।

গঙ্গারাম সকলই অস্বীকার করিল।

রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন রমা আসিয়া সর্বসমক্ষে দাঁড়াইল এবং পুত্রের বিপদ্-শঙ্কায় যাহা যাহা করিয়াছিল সবিশেষ বলিল।

গঙ্গারাম বলিল, মহারাজ! মহারাণী অকারণে আমাকে দোষী করিতেছেন।"

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম অতিশয় ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল, গঙ্গারাম থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন জনমণ্ডলী চাহিয়া দেখিল—অপূর্বমূর্তি, জটাজুটবিলম্বিনী, গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ত্রিশূলহস্তে গঙ্গারামকে ত্রিশূলভাগে লক্ষ্য করিয়া, সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। গঙ্গারাম একদিন রাত্রিতে সে মূর্তি দেখিয়াছিল। এদিকে রাজা, ওদিকে চন্দ্রচূড়, সেই রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্তি দেখিয়া চিনিলেন এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন।

জয়ন্তী খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া গঙ্গারামের বক্ষে সেই মন্ত্রপূত ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। এবং বলিল, "এখন বল।"

গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম এখন সভয়ে বিনীতভাবে সত্য বৃত্তান্ত সভাসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। কথাশেষে জয়ন্তী ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। সে কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ সন্ধান করিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে, রাজা গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।”

তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিনকতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না, সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত।

অভিষেকের দিন ধুমধাম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ, অত্যন্ত গোলযোগ।

এই অভিষেকে সীতারাম সারাদিন নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিযাছিল যে সমস্ত দিনও দান ফুরাইল না। অর্ধরাত্র পর্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোককে দিবার জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। সভয়ে অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন, যে সেই ত্রিশূলধারিণী সুবর্ণময়ী রাজলক্ষ্মীমূর্তি।

রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, আপনি কে, বলুন?” জয়ন্তী বলিল, মহারাজ ‘আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।” রাজা বলিলেন ‘মা, কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন; আমি এখনই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।”

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হইয়াছে। আমি তাহার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

রাজা। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। আপনি সেই মধুমতী তীরে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি যাহা খুঁজি তাহা পাইব। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, আমার জীবন আমায় দিয়া সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনিয়া লউন।

জয়ন্তী। মহারাজ। আপনি আজ অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হোক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, “গঙ্গারামের এখনই মুক্তি

দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচরবর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচরদিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; নিষেধ নাই।

অন্ধকার কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র বায়ুশূন্য কারাগৃহে গঙ্গারাম শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। তাহার নিদ্রা নাই।

দুই প্রহর রাত্রিতে কারাগৃহের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রিতে কেন শিকল খুলিতেছে? আরও কিছু নূতন বিপদ আছে নাকি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা কর। আমি কি করিয়াছি?"

জয়ন্তী বলিল, "তুমি জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে শ্রীকে মনে আছে কি?"

গঙ্গা। শ্রী! আহা, আজ যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত।

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়া তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। পালাও গঙ্গারাম, এ রাজ্যে থাকিলে তোমায় বাঁচাইতে পারিব না।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় রক্ষা করিবে কি?"

জয়ন্তী বলিল, "বেড়ী খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাজা শয়নগৃহে আসিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা কেমন আছে?"

নন্দা বলিল, "বিশেষ কিছু হইতে ত দেখিলাম না।"

রাজা। এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি। তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও। আর আমি যেজন্য যাইতে পারিলাম না তাহাও বলিও।

নন্দা চলিয়া গেল। সীতারাম শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ভাঙিলে দেখিলেন সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র-রুদ্রাক্ষ ভূষিতা মুক্ত কুন্তলা কমনীয় নারী মূর্তি।

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে কহিলেন, 'কই? শ্রী কই?" কিন্তু তখনই দেখিলেন, জয়ন্তী নহে, শ্রী। তখন সীতারাম উর্ধ্বমুখে, স্পন্দিতলোচনে, দেখিতে লাগিলেন। রাজা বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। স্থিরমূর্তি, মহামহিমময়ী, এ দেবী-প্রতিমা।

হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিলেন—দেবী লইয়া কি করিবেন?

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রী আপনার কথা কতক-কতক বলিল, সকল বলিল না।

তারপর শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের নয়নে জল আসিল।

সীতারাম। আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন?

শ্রী। সেদিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সেদিন গিয়াছে।

সীতা। সেকি! কেন গিয়াছে? কিসে গিয়াছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতা। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই ধর্ম।

শ্রী। যে সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম নহে; দেবসেবাও তাহার ধর্ম নয়।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি, কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ কতকগুলো বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। স্বামীর কর্তব্য

যে স্ত্রীকে ধর্মানুবর্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব।

শ্রী। তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য। আমার এইটুকু বলিয়া রাখা যে, যদি আমাকে গৃহেথাকিতে হইল, তবে রাজপুরীমধ্যে স্থান না দিয়া আমাকে একটু পৃথক কুটীর তৈয়ারী করিয়া দিবে। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর থাকিয়া আমি সুখী হইব না।

সীতা। আমি তোমার প্রভু, আমার কথায় চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে। কেন না, তুমি বলবান। কিন্তু আমার এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘটিতে পারে যে তাহা হইতে উদ্ধার নাই সে সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

শ্রী কিছুতেই রাজপুরীমধ্যে থাকিতে রাজী হইলনা। তখনসীতারাম 'চিত্তবিশ্রাম' নামে ক্ষুদ্র প্রমোদ ভবন করিয়া দিলেন। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তারপর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন-আহার এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন।

শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

রাজকার্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ দুইজন নিরীহ গৃহস্থ লোক মহম্মদপুরে বাস

করে। রামচাঁদ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

রামচাঁদ। বলিতে পার চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি?

শ্যামচাঁদ। শুনেছি সেটা নাকি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। আবার কেউ বলে, সেটা-উড়ে-উড়ে বেড়ায় তাকে বড় কেউ দেখিতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্বনাশ। রাজ্য পড়িল ডাকিনীর হাতে।

শ্যাম। গতিক ত সুবিধা বোধ হয় না। রাজা ত আর কাজকর্ম দেখেন না। এদিকে নবাবী ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে! এখনই ত কয় ঘর আমাদেব পাড়া হইতে উঠিযা গিয়াছে।

শ্যাম। তা দাদা, প্রকাশ কবিও না, আমিও শীগ্‌গির সরবো।

রাম। বটে! তা আমিও প'ড়ে জবাই হই কেন? তবে কি জান, এইসব বাড়ি-ঘর-দ্বাব এখন ফেলে-টেলে যাওয়া গবীব মানুষের বড় দায়।

শ্যাম। তা কি করবে, প্রাণটা আগে, না বাড়ি-ঘর আগে? বাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘব-দ্বার ত পালাবে না।

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত সর্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃন্ময আছে, তাঁহাবা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুর্শিদাবাদেব সংবাদ পাইতেছ কি? তোরাব খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বাব ভুঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া বসিয়া আছে?

সীতা। সে ভাবনা করিও না। মুর্শিদকুলি খাঁ যতক্ষণ খাজনা ঠিক কিস্তি-কিস্তি পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সীতা। হ্যাঁ, পাঠাইবাব বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার ~~দেওয়া~~ যায় নাই, অনেক খরচপত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সংবাদ লইতে ভুলিয়া গিয়াছে?

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তাই।"

শ্রী। এ পোড়ার মুখ আবার লুকাইতে হইবে নহিলে ধর্মরাজ্য ছারেখারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

এদিকে রমা পীড়িতা। কবিরাজেরা যাহা ঔষধ দেয়, না খাইয়া গোপনে ফেলিয়া দেয। কাজেই তাহার রোগ সারিল না। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে। নন্দা দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, ভাবিল, হায়, রাজবাড়ির কবিরাজগুলোকেও কি ডাকিনীতেপাইয়াছে?

নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকিয়া বলিল, "রোগ যদি ভাল করিতে না পার, তবে মাসিক লও কেন?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা, কবিরাজেরাঔষধদিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।" নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধেও কাজ নাই। তোমরা আপনার আপনার দেশে ফিরিয়া যাও।"

কবিরাজমণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ণ হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ, সে বলিল, "মা! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে! আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?" কবিরাজ বলিল, আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে?"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলি যে?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "ঔষধ খাব না।"

নন্দা ছি দিদি! এত ওষুধ খেলে, আর তিনটে দিন খেতে কি ?

রমা। আমি ঔষধ খাই নাই।

নন্দা চমকিয়া উঠিল, বলিল, "সেকি, মোটে না, ?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে। বলিল, "কেন বহিন্—এখন আব আত্মঘাতিনী হইবে কেন ? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব, যবে বাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

বমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারচোখে জল আসিল। চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকেদেখিতেআসিবেন।

সীতারাম বমাকে দেখিতে আসিলেন। বমা কাঁদিল। কিছুই বলিতে পাবিল না। সীতারাম রোগমুক্তি ভবসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, কিন্তু সীতারামেব শঙ্কা হইল যে, আব অধিক বিলম্ব নাই। সীতারাম পালঙ্কেব উপর উঠিয়া বসিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্ববে সীতাবামকে বলিল, "ওকে একবাব কোলে নাও।"

সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন বমা সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না, এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাই মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তা না করিয়া তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম—কথা রাখিবে কি ?"

সীতারাম কলের পুতুলের মত স্বীকৃত হইলেন। রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। সীতারাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া আপনার মাথায় দিল।

তারপর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল।

যেদিন রমা মরিল, সেদিন সীতারাম চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। ভাবিয়া দেখিলেন, রমার দোষ বড় বেশী নয়—দোষ তাঁর নিজের।

কাজেই মেজাজ খারাপ হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না, কেননা শ্রীর সঙ্গে এই আত্মগ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ; রমার প্রতি তাঁর নিষ্ঠুবাচরণের কারণই শ্রী। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। রমার প্রসঙ্গ উঠিলে নন্দা বলিল, "মহাবাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।" নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল।

রাজা রাগ করিয়া বহির্বাটিতে গেলেন। তখন চন্দ্রচূড় তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলেতিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন।"

বাজা বলিলেন, "আপনারও কি বিশ্বাস যে, আমিই ছোট রাণীর মৃত্যুর কারণ?" চন্দ্রচূড়ের সেই বিশ্বাস বটে। তিনি মনে করিলেন, এ কথা রাজাকে স্পষ্ট করে বলা উচিত। আপনার দোষ না দেখিলে কাহারও চরিত্র শোধন হয় না। অতএব চন্দ্রচূড় বলিলেন, "কেবল ছোট রাণী কেন, আপনাব তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়।"

রাজা। তত্ত্ববধানের অভাব—আপনারা করেন কি?

চন্দ্র। যা করিতে পারি—সব করি। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগতকরি, কাগজ-পত্র দেখাই: আপনি বাজাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

রাজা মনে মনে বলিলেন, তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, আমারও ইচ্ছা, তোমায় কিছু শিখাই। বলিলেন, "বিবেচনা করা যাইবে।"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন, সে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইলেন তাহা এই: যত বড় রাজ্য আর যত বড় রাজা হউক না কেন, টাকা নইলে কোন রাজ্য চলে না।

টাকার অভাব হওয়া অনুচিত ; কেননা সীতারামের তাহা আরও অনেক গুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারী ও বারো ভূঁইয়া তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারাম এ পর্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—তবে টাকা অকুলান কেন ।

অকুলানের আসল কারণ, চুরি। রাজা চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন, কাজেই রাজপুরুষেরা, রাজভাণ্ডারের টাকা, যাহার যাহা ইচ্ছে, সে তাহাই করে—কে নিষেধ করে? চন্দ্রচূড় ঠাকুরের নিষেধ কেহই মানে না। তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিযা ছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, "অপরাধীরা সকলেই শূলে যাইবে।"

হুকুম শুনিয়া আম-দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড়ের যেন বজ্রাঘাত হইল। বলিলেন, "সেকি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?"

রাজা ক্রোধে বলিলেন. 'চোরের শূলই ব্যবস্থা।" এই হুকুম জারি করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল, অনেকে কর্ম ছাড়িয়া পলাইল।

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকা তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক।

চন্দ্রচূড় আবার একদিন রাজাকে ধরিলেন—বলিলেন, "সিপাহীসব দলে দলে চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।"

রাজা। কেন?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন, তহশীল আদায় হইতেছে না?

চন্দ্র। এক পয়সাও না ; যাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা বলে, "আদায় করিয়া তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব নাকি?"

রাজা। তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা দিতেছে না।

রাজা। যে টাকা না দিবে তাহাকে কয়েদ করিতে হইবে।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহশীলদার উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে-মনে শপথ করিলেন, আর কখনও রাজাকে রাজকার্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে ভারি হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল। যে বাকিদার নয়, সেও পলাইতে লাগিল।

যদি শ্রী না আসিত, তবে হয়তো সাতারামের এত অবনতি হইত না; কেননা, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্য-শাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন।

কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তখন সে যদি নন্দার মত রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া থাকিত, তাহা হইলে সীতারামের একটা অবনতি হইতনা।

এদিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজাকে আর একদিন পাকড়াও করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তীর্থ-পর্যটনে যাইব ইচ্ছা করিতেছি।

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, অতএব রাজা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। রাজা সেদিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

সেইদিন চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিয়াছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যে নাকি বড় গোলযোগ। আর তুমিই নাকি তার কারণ।"

শ্রী বলিল, "তাই তোমায় খুঁজিতেছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। তারপর বলিল, "পলায়ন বিধি কি না?"

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষমানুষের মেয়ে-ভুলান কথা।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকাবে যাই, দ্বারবানেবা ছাড়িবে কেন?

জ। তোমাব গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল সবই আছে দেখিতেছি, ভৈববীবেশে পালাও, দ্বাববানেরা কিছু বলিবে না।

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ? তুমি যাইবে কি প্রকাবে? জয়ন্তী বলিল, "এতকাল পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে। আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি?

শ্রী। রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন?

জ। হইলে আমাব কি কবিবেন? রাজাব এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারেন?

জয়ন্তীর উপব শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিযা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাব সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

জ। তুমি বরাবর গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। সে আমার মন্ত্রশিষ্য। তাকে বলিও, তোমাকে যেন গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখে। তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ-তল্লাস হইবে। সেইখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

রাম। আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ-যজ্ঞে কিছুতেই গেল না। —এখন আপনি পালাল যে?

শ্যাম। আপনি কি আর গিযাছে? দেবতার তাড়নায গিয়াছে।

রাম। সেকি!

শ্যাম। আজ তিনদিন হইল রাজা ঢেঁটরা দিয়াছেন যে, কাল এক মেয়েচোরকে বেত মারা হবে। যাহার ইচ্ছা হয়, দেখিতে আসিতে

পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কার বা বড় রাণী কিছু বলেন না কেন? দুটো গালাগালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা নাকি অনেক বলেছেন। রাজা বলেন, "ভাল, দেবতাই যদি হয় তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড দিব, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি?"

রাম। তা এক রকম বলেছে মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত। তা ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখতে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব। সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কে না দেখতে যাবে?

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। প্রভাত হইতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিল। দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, লোক আর ধরে না।

এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুকরাইল, স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল, দর্শকেরা জানিল, রাজা আসিতেছেন।

রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন।

ক্রুদ্ধ রাজা তখন চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! রক্ষা কর! এইবার ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন, দেবতার সাধ্য নাই যে আপনি ছাড়াইয়া যায়। জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে। আপনার কাজে যাও।

চন্দ্রচূড় চলিয়া লেলেন। তখন চণ্ডাল আবার বেত উঠাইল—বেত উঁচু করিয়া জয়ন্তীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল, বেত নামাইয়া রাজার পানে চাহিল—শেষে বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি?" বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন। চণ্ডাল বলিল, "মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন," তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।" চণ্ডাল বলিল "তা পারিব, এ পারিব না।" তখন রাজার হুকুমে অনুচরবর্গ কালান্তব যমের সদৃশ একজন কসাইকে লইয়া আসিল! সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে করিয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। মনে-মনে ডাকিতে লাগিল, "জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর!"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সকলে এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল, "মহারাজ! এই পাপে তোমার সর্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল!"

রাজা কর্ণপাত করিলেন না।

নিরুপায় জয়ন্তী ডাকিতেছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর।"
বুঝি জগন্নাথ সে-কথা শুনিলেন, সেই অসংখ্য জনসমুদ্র আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"রাণীজী কি জয়!" জয়ন্তী তখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া তাহাব সম্মুখে দাঁড়াইল। কসাই জয়ন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, 'মা! মা! অপরাধ-লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব।"

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুযাইয়া সিংহাসনে বসাইতে গেল। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক!

যদি কখনও তোমার বিপদ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীর মধ্যে সন্নাসিনীর ঠাঁই নাই। আমি চলিলাম। নন্দা এবং পৌরবর্গ তাঁহাকে বিদায় জানাইল।

আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাজাকে ছলনা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। অনেকে নগর ত্যাগ করিয়া চলিল। উদ্‌ভ্রান্তচিত্তসীতারাম প্রজাদেরউপর অকথ্য উৎপীড়ন শুরু করিলেন। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর এবার কাহাকেও কিছু না।

বলিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিবেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজী, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী। আপনি কোথায় যাইরেছেন ?

ফকির। মক্কায়।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে-দেশে হিন্দু আছে সে-দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

জয়ন্তী প্রসন্ন মনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল।—"জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

আগে শ্রীকে চাই! শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই। আমার কি সাধ্য যে ভগবন্নির্দিষ্ট কার্যকারণ পরম্পর বুঝিয়া উঠি?

জয়ন্তী তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, রাজার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী বলিল, "আছে। তবে মহম্মদপুরে চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।"

দুজনে তখন পুনর্বার মহম্মদপুব অভিমুখে যাত্রা করিল।

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রীগেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবু কি সীতারামের চৈতন্য নাই?

বাকী মৃন্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—অতএব নন্দা। কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিবার জন্য একদিন প্রাতে মৃন্ময়কে ডাকিয়া পাঠাইল। মৃন্ময় আর নাই। সেইদিন প্রাতে মৃন্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান-সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—বজ্রাঘাতের ন্যায় এ-সংবাদ মৃন্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই, এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই যে পূর্বাহ্নে সংবাদ দিবে। সবিশেষ জানিবার

জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িয়া তিনি নিহত হইলেন।

মুসলমান-সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, "মৃন্ময় মরিয়াছে। মুসল্‌মান-সেনা আসিয়া দুর্গ ঘিরিয়াছে।" সীতারাম মনে-মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগ-বিলাসের শেষ, রাজ্যের শেষ, জীবনে শেষ!" তখন রাজা গাত্রোত্থান করিলেন।

রাজা গিয়া দেখিলেন, সৈন্যসকল নানা দিকে ধাবমান হইয়া আপন আপন নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বার সম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা দেখিলেন, প্রায় সিপাহী নাই। বলা বাহুল্য, তাহারা অনেকদিন বেতন না পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যে কয়জন বাকী ছিল, তাহারা মৃন্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমনবার্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই-চারিজন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নুন খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া-গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশজন হইবে। রাজা মনে মনে কহিলেন, "অনেক পাপ করিয়াছি। ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম আছে।"

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার। রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা মনে মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম গুড়ুম করিয়া কামান ডাকিতে লাগিল। মহাকোলাহল অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধুলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারিপাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে?"

রাজা। "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতি-

ঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাই এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে।"

নন্দা। সে কে মহারাজ? শ্রী?

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এতদিন বল নাই কেন মহারাজ?

নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই বা কি হইবে? ডাকিনীই হউক, শ্রীই হউক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীরের-ধারণে মৃত্যু আছেই, সেজন্য দুঃখ করিও না, তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ কবিতে-করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই। এক শত যোদ্ধাও নাই। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল, "মহারাজ। আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ ইহাই আমার বহু ভাগ্য। আমি তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই আপোগণ্ডগুলির কি হইবে!"

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, "তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! তুমি পলাইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব? মহারাজ, আমার ধর্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া পলাইয়া যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ বিপদ উভয়ে আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, সেই ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালক-বালিকাদের সঙ্গে লইয়া রাজার সঙ্গে অস্ত্রগৃহে গেল। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন ; নন্দা বালক-বালিকা গুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে-মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধৃবেশ পবিধান করিয়া, সর্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যু কামনায় একাকী দুর্গাদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতেপড়িয়াকাঁদিতেলাগিল।

একাকী দুর্গদ্বাবে যাইতে যাইতে দেখিলেন, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত কবিবাব জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুইজন কে বসিয়া রহিয়াছে। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। পাশে সেইরূপ ভৈরবীবেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে তাহাব আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন, "এই আসন্নকালেএখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ ? তোমাদেব এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই ?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। বাজা দেখিলেন, শ্রী গদগদকণ্ঠ, সজললোচন —কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী! তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আবার কেন আসিয়াছ।

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই অথবা গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম নাই। তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে নন্দা যাইবে, তুমি সন্ন্যাসধর্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এতকাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া—

এই বলিয়া সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "এই তোমার পায়ে হাতদিয়াবলিতেছি—আমি আজ সন্ন্যাসিনী নই, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?"

সীতা। তোমায় আদরেই গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু এখন সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার যথেষ্ট সময় আছে।

সীতা। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিনী, আশীর্বাদ করিতেছি—অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সীতা। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্বাদেই বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্না হও। ঐ শোন শত্রুর কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহ সমর্পণ করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্না হও, বল।

জয়ন্তী। আর একদিন তুমি একাই এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

সীতা। তাহা আর হয় না। জল আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই যে আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশজন সিপাহী আছে।

সীতা। ঐ সেনাসকল, এই পঞ্চাশজনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগকে হত্যা করি কেন? পঞ্চাশজন লইয়া এ-যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা-রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষুতে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়! কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায় অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন সীতারাম মনে-মনে ডাকিতে লাগিলেন, নাথ! দীননাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?

দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জনবৎ মুসলমান-সেনার কোলাহল: প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ-দুর্গমধ্যে জনশূন্য—তাহার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তস্বর-সংবাদিনী আকুলিত কণ্ঠনিঃসৃত মহাগীত আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল।

শুনিতে-শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন;—আসন্ন বিপদ ভুলিয়া—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল।

এমন সময়ে দুর্গমধ্যে মহা-কোলাহল হইতে লাগিল। শব্দ শুনা গেল—"জয়, মহারাজ কি জয়! জয় সীতারাম কি জয়!"

দুর্গমধ্যেই সিপাহীরা বাস করিত। সিপাহী সকলেই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে; কেবল জন-পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা-বাছা লোক। বাছা-বাছা লোক নহিলে এমন সময়ে বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এদিকে মুসলমান-সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর

ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না। তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না ; কিন্তু তাও ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত বলে না, "আইস ! আমার জন্য মর !" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহাদের মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—বলিল, "ভাই সব। ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সে কি ভাল হইবে ? আইস, মরিতে হয় ত মরদের মত মরি ! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক। মরিবার আবার হুকুম-হাকাম কি ? মহারাজেব নিমক খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—চল, হুকুম হোক, না হোক, আমরা গিয়া লড়াই করি।"

এ কথায় সকলে সম্মত হইল। তবে গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকারে ? গোলতাজ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত ?"

তখন এ বিষয়ে বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্মদ সিংহ জমাদার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি ? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাজাও গড়ে আছেন। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।

এই প্রস্তাব উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিয়া অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিয়া—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "জয় মহারাজকি জয়। জয়ন্তী ও শ্রী মহাগীত গাহিতেছিল, জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজের কি হুকুম ? আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয়জন মুসলমানকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহীরা নিবিষ্টমনা হইয়া সেই সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

তথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তপুর হইতে নির্গত হইলেন। দুই-চারিজন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য তাহারাই দোলা ধহিয়া

আনিতেছিল। দোলার ভিতর নন্দা এবং বালক-বালিকাগণ ।

রাজা সিপাহীদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া সাজাইয়া অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি-ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ওশ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরাবাহিরে কেন? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর।"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল; বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না ।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া "জয় জগদীশ্বর! জয় লছমীনারায়ণজী! বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখেআসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে-অগ্রে চলিল। রাজা বলিলেন, "সেকি! এখনই পিষিয়া মারিবে যে!"

শ্রী বলিল, মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না।

তারপর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহারশিকল মহা ঝঞ্ঝনায় বাজিল—সিংহদ্বারেরউচ্চ গম্বুজের ভিতরে তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই অশ্ব-গণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যখন-সেনা-সাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয়লৌহনির্মিতকবাটআপনি উদ্‌ঘাটিত হইল, উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে যেমন বাঁধ ভাঙিলে বন্যার জল পার্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান-সেনা দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া তেমনই বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনাতরঙ্গ—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্বমোহিনী দেবীমূর্তি তেমনই অদ্ভুত বেশ, তেমনই অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব সাহস, তেমনিই সর্বজন-মনোমুগ্ধকারীসেইজয়গীত!—মুসলমানসেনা তাহাদি-

গকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূলের ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া, যবনসেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন।

মুসলমান সেনা 'মার্-মার্ শব্দে গর্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুইজনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কোথাও তিলার্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না। এইরূপে সীতারামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মুসলমান-সেনাপতি সীতারামের গতিরোধের জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখদিকে পাঠাইলেন। ইতিপূর্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিবার জন্য কামানসকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে রাজা, রাণী পলাইতেছেন জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন। নিজে সেদিকে যাইতে পারিলেন না। কেন না, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেদিকে যাইতেছে। শ্রী, জয়ন্তী দুইজনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। —যেন দুইজনে বলাবলি করিল, "তোপ জিতিয়া লইয়াছি। দেখিয়া-শুনিয়া গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চিৎকার করিল, "কি কর! কি কর মহারাজ! রক্ষা কর!

"শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল

করিলেন। সীতারামেব হাতের তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিবামশূন্য গভীব গর্জন আরম্ভ করিল। অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান-সেনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইযা সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। সূচীব্যূহেব পথ সাফ। তখন সীতাবাম অনায়াসে নিজ মহিষী, পুত্রকন্যা ও হতাবিশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমান কণ্টক কাটিয়া বৈবিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন।

এইরূপে সীতারামেব রাজ্য ধ্বংস হইল।

শ্রী। সন্ধ্যাব পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'জয়ন্তী! যাহাকে মহাবাজ কাটিয়া ফেলিযাছেন সেই গোলন্দাজ কে?'

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয একটু চোখেব জল পড়িবে?

জয়ন্তী। চোখের জলই বা কেন পড়িবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পাবি নাই। কিন্তু তোমাব নিষেধ বাক্য শুনিযা আমি মবা মুখখানি একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিযাছিলাম। আমিই তাহার মৃত্যুব কারণ। আমি তোপেব মুখে বুক না দিলে অবশ্য তোপ দাগিত।

জয়ন্তী। সে মবিয়াছে কিন্তু মহাবাজ বাঁচিয়াছেন তবে আব কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙিয়া বাখিতে হইবে।

জযন্তী। তবে চল' মিটাইয়া আসি। এই বলিয়া দুইজনে রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেখিযা শ্রীব সন্দেহ ভাঙিল না। তখন জয়ন্তী শবের রাশীকৃত পাকা চুল ধবিয়া টানিল, পরচুল খসিয়া আসিল তখন আব শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে। শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরত জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "যদি শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?" শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই, আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি।

বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। তোমা হইতে গঙ্গারাম দুইবার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতে ইহার বিনাশ হইল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল কেহ জানিল না।

আমাদের পূর্ব-পরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ মলডাঙায় বাস করিতেছিল। একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া, মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত জানাই ছিল। গড়-টড় সব মুসলমানে দখল করে লুট-পাট করে নিয়েছে।

রাম। রাজা-রাণীর কি হলো? কিছু খবর রাখো?

শ্যাম। শোনা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি, তাই বটে, তবে কিনা শুনতে পাই যে তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন, তারপর মড়া দুটা নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকই কত রকম বলে। আবার কেউ কেউ বলে সেই দেবতা এসে তাঁদের বার করে নিয়ে গিয়েছেন। তারপর মুসলমানেরা জাল রাজা-রাণী, সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়েশূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন। ওসব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? তা যাক গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এসেছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ প্রস্থান করি।

সমাপ্ত